বিএনপি আমার সঙ্গে মুনাফেকি করেছে: জুনায়েদ আল হাবিব



জুনায়েদ আল হাবিব। ছবি: সংগৃহীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে বিএনপির ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহসভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব। তিনি অভিযোগ করেন, জমিয়তের প্রার্থীকে জেতাতে বিএনপি আন্তরিকভাবে কাজ করেনি।

সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জুনায়েদ আল হাবিব বলেন, 'বিএনপি আমার সঙ্গে মুনাফেকি করছে।'

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনটি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। পাশাপাশি এ এলাকায় ইসলামপন্থি দলগুলোরও প্রভাব রয়েছে। জুনায়েদ আল হাবিব অভিযোগ করেন, নির্বাচনের সময় বিএনপির একটি অংশ স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার পক্ষে প্রকাশ্যে ও গোপনে কাজ করেছে। দলের আরেকটি অংশ দায়সারাভাবে দায়িত্ব পালন করায় জমিয়তের প্রার্থী কাঙ্ক্ষিত ফল পাননি।

জুনায়েদ আল হাবিব অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ ঘরানার প্রায় ৩০ শতাংশ নেতাকর্মীকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন আশ্বাসের মাধ্যমে নিজের পক্ষে নিয়েছিলেন রুমিন ফারহানা। নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে রঙিন বিলবোর্ড স্থাপন এবং জীবন্ত হাঁস নিয়ে মিছিল করার অভিযোগও করেন তিনি। প্রশাসনের সহায়তায় রুমিন ফারহানা প্রভাব বিস্তার করেছেন বলেও অভিযোগ করেন জুনায়েদ।

নির্বাচনের দিন তার জয় নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল—এমন কয়েকটি কেন্দ্র থেকে এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বিএনপির সঙ্গে জোটে থাকার বিষয়ে জুনায়েদ আল হাবিব বলেন, ইসলাম ও দেশের স্বার্থে আলেম সমাজ বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটে যুক্ত হয়ে কাজ করেছে। দেশের বিভিন্ন আসনে আলেম-ওলামাদের সমর্থনে বিএনপির প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও আভিযোগ করেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনেও বিএনপি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে জমিয়তের প্রার্থীকে বিজয়ী করা সম্ভব ছিল। কিন্তু নির্বাচনের শেষ সময়ে দলটি সেই উদ্যোগ নেয়নি।

ইসলামি দলগুলোর মধ্যে ঐক্যের বিষয়েও কথা বলেন জুনায়েদ আল হাবিব। তিনি জানান, হেফাজতে ইসলাম ও বিভিন্ন ইসলামি দলের শীর্ষ নেতাদের সমন্বয়ে একটি লিয়াজোঁ কমিটি কাজ করছে।

জুনায়েদ আল হাবিব বলেন, বৃহত্তর ইসলামি প্ল্যাটফর্ম যদি কোনো একক রাজনৈতিক দলের জোটে না থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত মেনে বিএনপির জোট ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত রয়েছে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ।